তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮৩

**প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ৩০ কোটি টাকার আর্থিক অনুদানের**

**চেক হস্তান্তর করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ মাঘ (১৬ জানুয়ারি) :

 আজ জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনকে প্রদত্ত ২০ কোটি টাকা ও ন্যাশনাল প্যারা অলিম্পিক কমিটি অভ্ বাংলাদেশ এর জন্য প্রদত্ত ১০ কোটি টাকার আর্থিক অনুদানের চেক হস্তান্তর করেছেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল। বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের পক্ষে ফাউন্ডেশনের সচিব কৃষ্ণেন্দু সাহা ও ন্যাশনাল প্যারা অলিম্পিক কমিটি অভ্ বাংলাদেশের পক্ষে এনপিসির মহাসচিব ইঞ্জিনিয়ার মাকসুদুর রহমান চেক গ্রহণ করেন।

 চেক বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিজের হাতে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শাহাদতবরণের মাত্র ৯ দিন আগে তিনি অসহায় দুস্থ ও অসচ্ছল ক্রীড়াসেবীদের আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনটি অনুমোদন করেন। বর্তমানে বঙ্গবন্ধুকন্যা ক্রীড়াবান্ধব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী দিক-নির্দেশনা ও উদার সহায়তায় ফাউন্ডেশনের গতিশীলতা বহুগুণ বেড়েছে।

 প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁর ত্রাণ তহবিল হতে করোনাকালেও ৩০ কোটি টাকার সিডমানি প্রদান করেছেন। এছাড়া আজ আরো ২০ কোটি টাকার আর্থিক অনুদান হস্তান্তর করা হলো। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির সিডমানি সাড়ে সাতষট্টি কোটি টাকা। যার মুনাফা এবং প্রতি বছর সরকারের রাজস্ব বাজেট থেকে পাওয়া অর্থ দিয়ে অধিকসংখ্যক ক্রীড়াসেবীকে মাসিক ক্রীড়া ভাতা প্রদান এবং এককালীন বিশেষ অনুদান ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে মন্ত্রণালয়।

 অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া সচিব ড. মহিউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/পাশা/সিরাজ/রাহাত/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৯৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮২

**বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়**

ঢাকা, ২ মাঘ (১৬ জানুয়ারি) :

 যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়াধীন বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ‘বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি’ প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া শিক্ষা বৃত্তি প্রবর্তনের লক্ষ্যে আজ ঢাকার জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সভা কক্ষে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী ফাউন্ডেশনের আয়োজনে অংশীজনদের নিয়ে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী ও ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোঃ জাহিদ আহসান রাসেল।

 মতবিনিময় সভায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশনের এ বৃত্তি ক্রীড়াঙ্গনে এক নতুন দিগন্তের শুভ সূচনা করবে। আমাদের ক্রীড়াবিদরা উৎসাহিত হবে। এ বৃত্তি প্রদান করলে আমাদের অভিভাবকরা তাদের মেধাবী সন্তানদের পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলাতেও অংশ নিতে উৎসাহিত করবে। দেশে আরো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরি হবে।

 প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়তে হলে সোনার মানুষ গড়তে হবে, সেজন্য আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থী যারা শিক্ষাজীবনে তাদের নিয়মিত পড়ালেখার পাশাপাশি ক্রীড়া ক্ষেত্রে দেশে বিদেশে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে অবদান রাখছে, তাদের আরো উৎসাহিত করা ও শিক্ষার্থীদের খেলাধুলায় আগ্রহী করার লক্ষ্যে নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের এ বৃত্তি প্রদান করা হবে। মতবিনিময় সভায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ যাচাই-বাছাই করে বৃত্তি প্রদানের নীতিমালা চূড়ান্ত করা হবে।

 মতবিনিময় সভায় জাতীয় সংসদের হুইপ মাহাবুব আরা বেগম গিনি, যুব ক্রীড়া সচিব ড. মহিউদ্দীন আহমেদ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ নজরুল ইসলাম, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের সচিব পরিমল সিংহসহ যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বৃন্দ, বিভিন্ন ক্রীড়া ফেডারেশনের প্রতিনিধি ও ক্রীড়া সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

আরিফ/পাশা/এনায়েত/মোশারফ/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৮১

**দেশের সকল জেলা হাসপাতালে ওয়ানস্টপ ইমার্জেন্সি সার্ভিস চালু করা হবে**

 **---স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ২ মাঘ (১৬ জানুয়ারি):

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেছেন, দেশের সরকারি হাসপাতালের সেবার মান আরো বৃদ্ধি করতে ঢাকাসহ সকল জেলা সদর হাসপাতালে ওয়ানস্টপ ইমার্জেন্সি সার্ভিস চালু করার উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে। এর আগে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রথম ওয়ানস্টপ ইমার্জেন্সি সেবা চালু করা হয়েছে। আজ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেও এই ওয়ানস্টপ ইমার্জেন্সি সেবা উদ্বোধন করা হলো। ফলে এখন থেকে এই জায়গাতেই একজন রোগী ঝামেলামুক্তভাবে সব রকম সেবা পাবেন। এর পাশাপাশি, ৫০০ বেড থেকে উন্নীত করে এই হাসপাতালে আজ থেকে প্রায় ১ হাজার ৩৫০ বেডের সেবা কার্যক্রম শুরু করা হলো। এছাড়া নানারকম টেস্ট সুবিধা, আইসিইউ, এসডিইউ সুবিধা বৃদ্ধি করা হয়েছে। এর ফলে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে এখন থেকে আর কোনো রোগীকে ফ্লোরে শুয়ে চিকিৎসা নিতে হবে না। রোগীরা এখন থেকে উন্নত বেডে চিকিৎসা নিতে পারবেন।

আজস্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওয়ানস্টপ ইমার্জেন্সি এন্ড ক্যাজুয়াল্টি (ওএসইসি) সার্ভিস এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এসব কথা বলেন ।

সরকারি স্বাস্থ্যসেবার মান বৃদ্ধি প্রসঙ্গে সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে কর্মরত স্বাস্থ্যখাতের কর্মকর্তা, চিকিৎসক, নার্সদের উদ্দেশে মন্ত্রী বলেন, এই হাসপাতালের শুধু ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করার কাজেই সরকারের ৯২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ১২টি নতুন অপারেশন থিয়েটারসহ শতশত বেড বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু এগুলোতে যদি সেবা দিতে কাজ করাই না হয়, মানুষকে সেবা দিতে নৈতিকতা কাজ না করে তাহলে সরকারের সব প্রচেষ্টা নষ্ট হবে। কোনো যন্ত্র নষ্ট হলে তা যদি ঠিক না করে ফেলে রেখে রোগীদের বাইরে চিকিৎসা নিতে পাঠানো হয়, সেটা নৈতিক অপরাধ হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব ড. মুহ. আনোয়ার হোসেন হাওলাদার চিকিৎসকদের উদ্দেশে বলেন, কোনো অসহায় মানুষ যেন সরকারি হাসপাতালে এসে সেবা না পেয়ে মনে কষ্ট নিয়ে ফিরে চলে না যান সেটি আপনাদেরকেই নিশ্চিত করতে হবে। আর ভালো কাজ করলে আপনাদের জন্য সরকার সব সুযোগ সুবিধা আরো বৃদ্ধি করবে।

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সচিব ড. মুহ. আনোয়ার হোসেন হাওলাদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) সাইদুর রহমান, অতিরিক্ত সচিব (হাসপাতাল) নাজমুল হক, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের মহাপরিচালক অধ্যাপক টিটু মিয়া, স্বাচিপ এর সভাপতি অধ্যাপক জামাল উদ্দিন চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক কামরুল হাসান মিলন, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) প্রফেসর আহমেদুল কবীর, রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মহাসচিব কাজী সফিকুল আজম, সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ এবিএম মাসুদুল আলম, পরিচালক খলিলুর রহমানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

#

মাইদুল/পাশা/সিরাজ/এনায়েত/রাহাত/মোশারফ/রফিকুল/লিখন/২০২২/২০১১ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৮০

**দেশে কোনো দিন খাদ্য সংকট হবে না**

 **--- কৃষিমন্ত্রী**

মানিকগঞ্জ, ২ মাঘ (১৬ জানুয়ারি) :

 আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকলে দেশে কোনো দিন খাদ্য সংকট হবে না বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও কৃষকের উন্নয়নে বিশাল পরিমাণ ভর্তুকি প্রদান এবং সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এর ফলে দেশে আর কোনো দিন খাদ্য সংকট হবে না।

 আজ মানিকগঞ্জের সিংগাইর উপজেলার শিবপুরে উন্নত জাতের সরিষা ও ধান উৎপাদনকারী চাষিদের সাথে মতবিনিময় ও কৃষক সমাবেশে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, দেশের কৃষিখাতের সাফল্য আজ বিশ্বস্বীকৃত। এক সময় ৭ কোটি মানুষের এ দেশে খাদ্য সংকট দেখা দিতো, আজ ১৭ কোটি মানুষের কেউ না খেয়ে থাকে না। এখন খাদ্যের জন্য আমরা কারো কাছে হাত পাতি না। দেশে মঙ্গা হয় না, দুর্ভিক্ষ হয় না। বিগত ১৪ বছরে কেউ না খেয়ে থাকেনি, একজনও না খেয়ে মারা যায়নি।

 ড. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, দেশে ৫০ ভাগ তেল উৎপাদনের মাধ্যমে আমদানি নির্ভরতা কমাতে তিন বছর মেয়াদি রোডম্যাপ বাস্তবায়ন করছে সরকার। প্রথম বছরেই এবার সারা দেশে দ্বিগুণ পরিমাণ সরিষা চাষ হয়েছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে সরিষার আবাদ বৃদ্ধির সম্ভাবনার পুরোটা কাজে লাগাতে হবে। যাতে করে দুই বছর পরে ভোজ্যতেল আমদানি অর্ধেকে নামিয়ে আনা যায় ও আমদানিতে কমপক্ষে ১০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করা সম্ভব হয়।

 মন্ত্রী বলেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশে অস্থিতিশীলতা তৈরির চেষ্টা করছে বিএনপি, জামায়াত ও স্বাধীনতাবিরোধী শক্তি। তারা নির্বাচনকে বানচাল করে অসাংবিধানিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় আসতে চায়। সেজন্য তারা একেকদিন একেকটা আন্দোলনের আওয়াজ তুলে। কিন্তু বিএনপির আন্দোলনের আওয়াজ দেশের জনগণের নিকট পৌঁছে না, জনগণ তাতে সাড়া দেয় না। কারণ, জনগণ আওয়ামী লীগের আমলে দেশের যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে, তা দেখতে পায় ও উপলব্ধি করে।

 অনুষ্ঠানে কৃষিসচিব ওয়াহিদা আক্তারের সভাপতিত্বে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম, জেলা প্রশাসক আব্দুল লতিফ, সিংগাইর উপজেলা চেয়ারম্যানসহ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

 পরে কৃষিমন্ত্রী মানিকগঞ্জ জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে সরিষা ও ধান আবাদের অগ্রগতি এবং আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক আঞ্চলিক কর্মশালায় যোগ দেন।

#

কামরুল/পাশা/সিরাজ/রাহাত/মোশারফ/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১৭৯

 **চট্টগ্রাম বন্দর দেশের অর্থনীতির হৃদপিণ্ড নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**
চট্টগ্রাম, ২ মাঘ (১৬ জানুয়ারি) ২০২৩

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, চট্টগ্রাম বন্দর দেশের অর্থনীতির হৃদপিণ্ড। এটি স্লোগান নয়; বাস্তবতা। চট্টগ্রাম বন্দর যখন থেমে যায় তখন বাংলাদেশ থেমে যায়। গত ১৪ বছরে চট্টগ্রাম বন্দর একদিনের জন‍্যও বন্ধ হয়নি। বন্ধ হয়নি বলে বাংলাদেশ  এখন উন্নয়নের রোল মডেল। পদ্মা সেতু নির্মাণ, রূপপুর পারমাণবিক বিদ‍্যুৎ কেন্দ্র, মেট্রোরেল নির্মাণের কাজে চট্টগ্রাম বন্দরের ভূমিকা রয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাংলাদেশের অবস্থান ৩৫তম। ২০০৮ সালে ছিল ৬০তম স্থানে। ১৪ বছরে ৩৫তম স্থানে উন্নয়নে অধিকাংশ কৃতিত্বের অধিকারী চট্টগ্রাম বন্দর। গত ১৪  বছরে চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রতিমন্ত্রী আজ চট্টগ্রাম বন্দরের সিসিটি-১ এলাকায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের জেটিতে সর্বপ্রথম ২০০ মিটার দৈর্ঘ্য ও ১০ মিটার ড্রাফটের জাহাজের বার্থিং এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট চ্যাটারটন ডিকসন, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল, চট্টগ্রাম চেম্বারের প্রেসিডেন্ট মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশ শিপিং এজেন্টস এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান সৈয়দ মোঃ আরিফ এবং কর্ণফুলী রিভার স্টাডি কনসালটেন্ট এইচ আর ওয়ালিংফোর্ডের বাংলাদেশের পার্টনার ইন্টারপোর্টের পরিচালক ড. মঞ্জুরুল হক। ২০০ মিটার দৈঘ্যৈর বড় জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়লে জাহাজে কন্টেইনারের পরিমাণ বাড়বে ও পণ্য পরিবহন খরচ কমবে। ভোক্তা পর্যায়ে পণ‍্যের দাম কমে সুফল পাবে সাধারণ মানুষ।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, পতেঙ্গা কন্টেইনার টার্মিনালের ৯৭ ভাগ কাজ শেষ হয়েছে; দ্রুততম সময়ের মধ‍্যে এটি চালু করা হবে। ২০২৪ সালে বে-টার্মিনাল চালু করার কথা থাকলেও করোনা মহামারি এবং বৈশ্বিক দুর্যোগ ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধের  কারণে হয়নি, বে-টার্মিনালের বৃহৎ অংশ মাল্টিপারপাস টার্মিনাল যেটি চট্টগ্রাম বন্দর করবে সেটির ডিটেইল প্লান তৈরি হচ্ছে। ২০২৫ সালের শেষে বা ২০২৬ সালের শুরুতে বে-টার্মিনালের বৃহৎ অংশ মাল্টিপারপাস টার্মিনাল যেটি চট্টগ্রাম বন্দর করবে সেটি চালু করতে সক্ষম হবে। মাতারবাড়ী বন্দর ২০২৬ সালের মাঝামাঝি অথবা শেষের দিকে চালু করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা যে উন্নয়ন করেছেন, দেশের মানুষকে যে সম্মান দিয়েছেন, সেখানে দেশের মানুষ শেখ হাসিনার বিকল্প অন‍্য কিছু ভাবছে না। আগামী নির্বাচনে আরো বেশি সমর্থন নিয়ে শেখ হাসিনা সরকার গঠন করবে। কোনো বিদেশি চাপে পিছিয়ে যাবে না। দেশের মানুষকে নিয়ে এগিয়ে যাবে।

প্রতিমন্ত্রী এর আগে চট্টগ্রাম বন্দরের ভাণ্ডার ভবন এলাকায় নবনির্মিত ‘চট্টগ্রাম বন্দর কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার’  উদ্বোধন করেন। ৭১ কাঠা জমির ওপর নির্মিত ভাণ্ডারের মোট প্রজেক্ট এরিয়া ৫১ হাজার বর্গফুট।

#

জাহাঙ্গার/পাশা/সিরাজ/রাহাত/মোশারফ/রফিকুল/লিখন/২০২২/১৭৩৬ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৮

**বিএনপি সমাবেশ করে দেশে অশান্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে**

 **--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২ মাঘ (১৬ জানুয়ারি) :

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, আমাদের দল আজকে যে সমাবেশ করছে এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন জায়গায় যে সমাবেশগুলো আমরা করেছি, সেগুলো শান্তি সমাবেশ। আর নয়াপল্টন, প্রেসক্লাবসহ বিভিন্ন জায়গায় বিএনপি যে সমাবেশগুলো করছে সেগুলো হচ্ছে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করার লক্ষ্যে সমাবেশ। এই হচ্ছে আমাদের সমাবেশের সাথে তাদের সমাবেশের পার্থক্য। তিনি বলেন, তারা দেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে চায়। কিন্তু অশান্তি সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়ে আর বিদেশিদের পদলেহন করে কোনো লাভ হয় নেই। আমাদের নেতা-কর্মীরা সবসময় সতর্ক পাহারায়, সতর্ক অবস্থানে থেকে শান্তি সমাবেশ করার কারণে বিএনপি দেশে, ঢাকা শহরে অপচেষ্টা চালালেও অশান্তি সৃষ্টি করতে পারেনি।

আজ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত ‘বিএনপি, জামাতের সন্ত্রাস নৈরাজ্যের প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ অবস্থান কর্মসূচিতে বক্তৃতায় মন্ত্রী একথা বলেন। আওয়ামী লীগের ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শাখার সভাপতি আবু আহম্মেদ মান্নাফীর সভাপতিত্বে দলের সাধারণ সম্পাদক সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের, প্রেসিডিয়াম সদস্য মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, ডা. মোস্তফা জালাল মহিউদ্দীন, এডভোকেট কামরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি, ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবীর প্রমুখ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন।

ড. হাছান বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সফরে এসে বলেছেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতি অনেক ভালো হয়েছে এবং র‌্যাব, পুলিশ, বিজিবিসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ট্রেনিং দিতে চায়, সহায়তা করতে চায়। এটি হচ্ছে তাদের সর্বশেষ ঘোষণা। সুতরাং বিদেশিদের পদলেহন করে বিএনপির কোনো লাভ হয়নি। আর আজ বিএনপি  ৫৪ দল মিলে সমাবেশ করেছে, প্রেসক্লাবের সামনে ১২ দল না ১৪ দল মিলে মঞ্চে ২৪ জন আর সামনে ছিল ১০ জন। আরো কয়েক জায়গায় বিএনপি সমাবেশ করেছে- দল হচ্ছে ১৪ টা, মানুষ একশ’র বেশি নাই।

সম্প্রচারমন্ত্রী বলেন, আগে বিএনপির জোটে ছিল ২২ দল। সেটা ভেঙ্গে বানিয়েছে ১২ দল। দেশে জোট বড় হয় আর বিএনপির জোট ছোট হয়। তিনি বলেন, বিএনপি বলেছিল সরকার পদ্মা সেতু করতে পারবে না। এখন তারা গোপনে পদ্মা সেতু দিয়ে ওপারে যায় আর ওপারে গিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে। করোনার টিকার বিরুদ্ধেও বিএনপি অপবাদ দিয়েছিল। পরে নেতারা গোপনে টিকা নিয়েছেন। মেট্রোরেল চালু হওয়ায় সমগ্র বাংলাদেশ খুশি কিন্তু বিএনপি খুশি না। এখন আমরা অপেক্ষায় আছি কখন আপনারা মেট্রোরেলে চড়বেন।

মন্ত্রী হাছান বলেন, ‘আমি কাগজে দেখলাম মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব আর মির্জা আব্বাস সাহেব হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। আমি তাদের রোগমুক্তি কামনা করি। মির্জা ফখরুল, গয়েশ্বর বাবু আর মির্জা আব্বাসসহ নেতাদের জন্য আমরা করোনার এক্সট্রা ডোজ রেখেছি। আপনাদের দরকার হলে এক্সট্রা ডোজ নেন। আপনারা সুস্থ থাকুন, সরকারের বিরোধীতা করুন। কিন্তু দয়া করে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করার অপচেষ্টা চালাবেন না। তাহলে দেশের মানুষ অতীতের মতোই আপনাদের প্রতিহত করবে। আর নির্বাচনে আসুন। নির্বাচনে না আসলে অন্য কতগুলো দলের মতো আপনারাও হাওয়ায় মিলিয়ে যাবেন।’

আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের উদ্দেশে দলের এই যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বলেন, ‘বিএনপি হচ্ছে সাপের মতো। যখনই সুযোগ পাবে তখনই ছোবল মারবে। তাই সবসময় সতর্ক থাকবে হবে। নির্বাচন পর্যন্ত আমরা রাজপথে থাকবো, সতর্ক থাকবো, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের প্রতিহত করবো জনগণকে সাথে নিয়ে এবং নির্বাচনে বিজয় ছিনিয়ে এনে আবার জননেত্রী শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে আমরা ঘরে ফিরে যাবো। তার আগে যাবো না।’

#

আকরাম/পাশা/সিরাজ/মোশারফ/রফিকুল/রেজাউল/২০২৩/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৭

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২ মাঘ (১৬ জানুয়ারি) :

 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর)-এর তথ্যানুযায়ী রবিবার সকাল ৮টা থেকে আজ সোমবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ৩৮ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৩৭২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪১ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৮৯ হাজার ৭৬৫ জন।

#

কবীর/পাশা/মোশারফ/রফিকুল/রেজাউল/২০২৩/১৭০৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৬

**স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিভিন্ন গণ আন্দোলনে আইনজীবীদের রয়েছে গৌরবোজ্জ¦ল ভূমিকা**

 **--- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

বরিশাল, ২ মাঘ (১৬ জানুয়ারি) :

 র্পাবত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরবিীক্ষণ কমটিরি আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদর্মযাদা) আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলছেনে, দেশে আইনের শাসন সুসংহত ও সমুন্নত রাখার পাশাপাশি বিচার প্রার্থী সাধারণ মানুষের ন্যায় বিচার স্বল্প সময়ে নিশ্চিতকরণে সফলতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্ব দরবারে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে। তিনি বলেন, করোনা মহামারিকালে মানুষের বিচারিক সেবা অব্যাহত রাখতে আদালত র্কতৃক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার অধ্যাদেশ জারি করা হয়।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আজ বরশিাল জলোর আগলৈঝাড়া উপজলোর সরোলে স্থানীয় আইনজীবীদরে সাথে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ বলনে, প্রধানমন্ত্রী শখে হাসনিার সরকাররে অন্যতম সাফল্য হলো বড় বড় যুদ্ধাপরাধীদরে বচিার কাজ সম্পন্ন করা। র্বতমান সরকার মানবতা বরিোধী অপরাধরে মতো জঘন্য অপরাধে অভযিুক্ত ব্যক্তদিরে বচিাররে আওতায় এনে সারা বিশ্বের ন্যায় বচিার প্রতষ্ঠিার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে।ে

 আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্ আরো বলনে, ঐতিহাসিক ৬-দফা, মহান ভাষা আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিভিন্ন গণ আন্দোলনে বৃহত্তর বরিশালের আইনজীবীদের রয়েছে গৌরবোজ্জ¦ল ভূমিকা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সংগঠিত মহান মুক্তিযুদ্ধে দক্ষিণাঞ্চলের আইনজীবীসহ সর্বস্তরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের সকল আইনজীবীদের দল-মত-পথের পার্থক্য ভুলে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বরিশালের আইন আদালত অঙ্গনের সার্বিক উন্নয়ন ও জনকল্যাণে কাজ করার আহ্বান জানান।

#

আহসান/পাশা/সিরাজ/রাহাত/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৭১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৭৫

**শেখ হাসিনা সকল সম্প্রদায়ের উন্নয়নে নিবেদিত প্রাণ**

 **--- খাদ্যমন্ত্রী**

নিয়ামতপুর ( নওগাঁ), ২ মাঘ (১৬ জানুয়ারি) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ন্যায়ের পথে কাজ করে যাচ্ছেন। সকল সম্প্রদায়ের উন্নয়নে তিনি নিবেদিত প্রাণ বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা সাধন চন্দ্র মজুমদার।

 আজ নওগাঁর নিয়ামতপুরে ২য় পর্যায়ে সারা দেশে ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

 খাদ্যমন্ত্রী বলেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মপ্রাণ মুসল্লিদের জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যার নেতৃত্বে সারা দেশে মডেল মসজিদ নির্মিত হচ্ছে। তিনি সকল ধর্মের উন্নয়নে কাজ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন ধর্ম যার যার, রাষ্ট্র সবার। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব অগ্রগতি হয়েছে। পৃথিবীর অনেক শক্তিশালী দেশের চেয়েও এখন বাংলাদেশের জিডিপি ও এসডিজির অগ্রগতি ভালো।

 সাধন চন্দ্র বলেন, বিভিন্ন অবকাঠামো ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের পাশাপাশি দেশরত্ন শেখ হাসিনা ধর্মীয় ও নৈতিক উন্নয়নের দিকেও নজর দিয়েছেন। পিতার দেখানো পথ ধরে তিনি সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আধুনিকায়নের উদ্যোগ নিয়েছেন। আর সে ধারাবাহিকতায় মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে।

 উল্লেখ্য, আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সংবলিত সুবিশাল এসব মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কমপ্লেক্সে নারী ও পুরুষদের পৃথক ওজু ও নামাজ আদায়ের সুবিধা, লাইব্রেরি, গবেষণা কেন্দ্র, ইসলামিক বই বিক্রয় কেন্দ্র, পবিত্র কোরান হেফজ বিভাগ, শিশু শিক্ষা, অতিথিশালা, বিদেশি পর্যটকদের আবাসন, মৃতদেহ গোসলের ব্যবস্থা, হজযাত্রীদের নিবন্ধন ও অটিজম সেন্টার, প্রতিবন্ধী মুসল্লিদের টয়লেটসহ নামাজের পৃথক ব্যবস্থা, গণশিক্ষা কেন্দ্র, ইসলামি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থাকবে। এছাড়া ইমাম-মুয়াজ্জিনের প্রশিক্ষণ-আবাসন, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য অফিসের ব্যবস্থা এবং গাড়ি পার্কিং-সুবিধা রাখা হয়েছে।

 নওগাঁ গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ আল মামুন হক, নিয়ামতপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ ফারুক সুফিয়ান, উপজেলা চেয়ারম্যান ফরিদ আহম্মেদ, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ এবং ইসলামী ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক গোলাম মোস্তফা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

#

কামাল/পাশা/সিরাজ/রাহাত/মোশারফ/রফিকুল/জয়নুল/২০২৩/১৭১৫ঘণ্টা